Department of Sanskrit
Prepared By : Md. Motiur Rahaman

For Semester I (CBCS)
Paper – CC-1

किरातार्जुनीयम्(प्रथमसर्गः)

কিরাতার্জুনীয়ম্ (প্রথম সর্গ)

উৎস- মহাভারতের বনপর্ব এবং শিবপুররাণ।

রচয়িতা - মহাকবি ভারবি ।

শ্রেণী - মহাকাব্য শ্রেণীর।

সর্গসংখ্যা - ১৮টি।

আমাদের পাঠ্য- প্রথম সর্গ।

ভারবির আর্বিভাবকাল- ষষ্ঠশতাব্দীতে মহাকবি ভারবির আর্বিভাব কাল বলে কোন কোন পন্ডিত মনে করেন।

নায়ক- তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

প্রসিদ্ধ টীকাকার- মল্লিনাথ।

প্রসিদ্ধ টীকা- ঘণ্টাপথ।

মহাকবি ভারবির উপাধি - ছত্রভারবি।

কাব্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য - অর্থগৌরব।

গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য - কবি প্রতিসর্গান্তে মঙ্গলসূচক 'লক্ষ্মী'শব্দ ব্যবহার করেছেন।

মহাকাব্যটির প্রধান রস- বীররস।

পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু:

গুপ্তচর নিয়োগ- কপট পাশা খেলায় হৃত সর্বস্ব যুধিষ্ঠির দ্বৈতবনে অবস্থান কালে দুর্যোধনের প্রজাপালন পদ্ধতি জানার জন্য এক বনেচরকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই বনেচর ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে শত্রু রাজা দুর্যোধনের হস্তিনাপুর রাজ্যে প্রবেশ করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতি জেনে দ্বৈতবনে আবার ফিরে আসে। প্রভু যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে শত্রু রাজা দুর্যোধনের অভ্যুদয় -বৃত্তান্ত সঠিকভাবে জানায়। কারণ সে হিতৈষী বলে যুধিষ্ঠিরকে অপ্রিয় এবং মিথ্যা সংবাদ দিতে পারবে না।

বনেচরের উক্তি: বনেচর বলে যে যুধিষ্ঠিরের মহানুভবতায় দুর্যোধনের মতো কুটিল ব্যক্তির রাজনীতি বিষয়ক উপায়গুলি সে জানতে পেরেছে।এবার বনেচর দুর্যোধনের সুশাসন

বৃত্তান্ত একে একে যুধিষ্ঠিরকে বলতে থাকে। রাজা দুর্যোধনের ইন্দ্রিয় জয়, সকলের সঙ্গে মধুর ব্যবহার, রাজা ও মন্ত্রীর সুসম্পর্ক, ন্যায়নীতি ও পুরুষকারের বিস্তার, প্রীতিপূর্ণ লোক ব্যবহার, সমভাবে ত্রিবর্গের সেবা, উপায় চতুষ্টয়ের যথাযথ প্রয়োগ, মন্ত্রগুপ্তি, সুশাসন ও ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি দুর্যোধনের মহৎ গুণ ও রাজ্যশাসন পদ্ধতি সে জানায়। দ্বৈতবনে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে পুরস্কার নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নেয়।

এরপর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কক্ষে প্রবেশ করে অনুজদের সামনে বনেচরের কথিত দুর্যোধনের বৃত্তান্ত সমূহ জানান।

দ্রৌপদীর উক্তি: শত্রু দুর্যোধনের উন্নতি শুনে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে নারী জনোচিত সদাচার বর্জন করে যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ জাগ্রত করতে কিছু কথা বলেন। প্রথমে দ্রৌপদী কঠোরবাক্য প্রয়োগের আগে যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। দ্রৌপদী তারপর যুধিষ্ঠির কে মদমত্ত হাতির শুঁড় দ্বারা মালাকে দূরে নিক্ষেপের তুলনা আনেন। যুধিষ্ঠিরকে শঠের সঙ্গে শঠতা করতে বলেন। দ্রৌপদীর মতে যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় রাজলক্ষ্মীকে দুর্যোধনের হাতে তুলে দিয়েছেন। মনস্বীদের নিন্দা সত্বেও কেন এখনো যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ জ্বলে উঠছে না–তাতে দ্রৌপদীর বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন ক্রোধশূন্য ব্যক্তিকে কেউ সমাদর করে না। এরপর পঞ্চপান্ডবের দুর্দশার কথা বলে যুধিষ্ঠির কে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। পরিশেষে দ্রৌপদী রাজা যুধিষ্ঠির কে শত্রু বিনাশের জন্য শান্তি পরিহার করে পুনরায় ক্ষত্রিয়োচিত তেজ অবলম্বন করতে বিনীত অনুরোধ করেন। আর যুধিষ্ঠির যদি ক্ষমাকে পরম ধর্ম বলে মনে করেন, তবে ধনুর্বান ত্যাগ করে জটাবল্কল ধারণ করে আগুনে আহুতি দেওয়া তার পক্ষে শ্রেয়ঃ। বিজিগীষু রাজা শত্রুরসঙ্গে সন্ধি চুক্তি করে কোন একটি ত্রুটি দেখলে ছল করে সন্ধি ভঙ্গ করেন। যুধিষ্ঠিরের ও দুর্যোধনের বিনাশ সাধন করে হৃতরাজ্য শীঘ্র পুনরুদ্ধার করা উচিত। বিধি ও সময় অনুসারে সূর্যের মতো যুধিষ্ঠির ও বিপদে পড়ে তেজহীন হয়েছিলেন। এখন রিপু জয় করে স্ব গৌরবে আবির্ভূত হন, রাজলক্ষ্মী ও আবার যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করুন।